Government of West Bengal
Office of the Principal

e-mail : tehattagovtcollege@gmail.com
Web : tehattagovtcollege.ac.in
Ph. : 03471-250100

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE, TEHATTA

Tehatta, Nadia, Pin-741160

Number of books and chapters in edited volumes/books published and papers published in national/ international conference proceedings per teacher during last five year

Year 2019

Sl No.	Name of the teacher	Title of the book/chapters published	Title of the paper	Name of the publisher	Link to the source website
1	**Shubhadip Debnath**	*Nabarun Bhattacharya: Manan O Darshan*	*Sandipan-Subimal-Nabarun: Biruddhotar Dharabahikata'*	Boibhashik Prakashani	https://tehattagovtcollege.ac.in/Pdf/Publication/Book/Bengali/Nabarun%20Bhattacharya%20Manan%20O%20Darshan.pdf
2	**Nitish Ghosh**	একুশ শতক : বাংলা ও বাঙালি	একুশ শতকে পরিবর্তিত মূল্যবোধ ও বাঙালির বিনোদন	বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ	https://tehattagovtcollege.ac.in/Pdf/Publication/Book/Bengali/%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B6%20%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%95%20_%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%20%E0%A6%93%20%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF.pdf

Govt. Gen. Degree College, Tehatta, Estd-2014, Govt. of West Bengal

Dr. Sibsankar Pal
Officer-in-charge
Govt. Gen. Degree College, Tehatta
Nadia-741160

নবারুণ ভট্টাচার্য

মনন ও দর্শন

সম্পাদনা

অদ্বয় চৌধুরী ও অর্ক চট্টোপাধ্যায়

Nabarun Bhattacharya: Manan O Darshan
Edited by Adway Chowdhuri & Arka Chattopadhyay

ISBN : 978-93-88747-13-4

© Boibhashik Prokashoni

প্রথম নব্য সংস্করণ
নভেম্বর ২০১৯

দ্বিতীয় সংস্করণ
সেপ্টেম্বর ২০২১

প্রকাশক
মাধবী মজুমদার
বৈভাষিক প্রকাশনী
৬৭ দ্বারিক জঙ্গল রোড, ভদ্রকালী, হুগলী-৭১২২৩২
দূরভাষ ৯৯০৩২৪৬১২৭, ৭৯৮০৬৭০৫৬৪
ইমেল boibhashik@gmail.com

মুদ্রক
শরৎ ইম্প্রেশন
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ
হিরণ মিত্র

মূল্য
৫০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
স্টল ১৮, ব্লক-২, কলেজ স্কোয়ার, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা-১২

শু ভ শ্রী দা স
নবারুণের উপন্যাসে জাদুবাস্তবতার খোঁজ ২১৪

অ নি ন্দ্য সে ন গু প্ত
চাঁদের অসুস্থ পাণ্ডুর আলো : নবারুণ ভট্টাচার্যের গদ্য ও তার সম্ভাব্য সিনেমাটিক ২২৬

রাজনৈতিকতার পরিসর

শ র ণ্য সে ন
'কী বিচিত্র এ ডিটোনেশন!'— নবারুণ, ডিস্‌টোপিয়া ও প্রতিরোধ ২৩৯

অ ধী শা স র কা র
নবারুণ-আখ্যানের অ-সাধারণ নারীদের একটি সাধারণ পাঠ ২৪৯

প রি চ য় পা ত্র
নবারুণ ভট্টাচার্যের সিনে-রচনা ২৬২

জ য় দী প চ ট্টো পা ধ্যা য়
এখনও আকাশ লাল... কখনও ঝান্ডা, কখনও চাপ চাপ ২৭০

শু দ্ধ স ত্ত্ব ঘো ষ
মৃত্যুর নবারুণ-ধর্মিতা ২৭৯

অ ভি জি ৎ ব সা ক
নবারুণ ও ইতিহাস-রাজনীতির কুম্ভীপাক : গদ্য ও 'মবলগে নভেল' প্রসঙ্গে ২৮৯

প্রভাবে, তুলনায় ও বিস্তারে অন্যান্য নবারুণ

শু ভ দী প দে ব না থ
সন্দীপন-সুবিমল-নবারুণ : বিরুদ্ধতার ধারাবাহিকতা ৩০৫

অ নি র্বা ণ ভ ট্টা চা র্য
নবারুণের লেখায় বিশ্ব ও বাংলা সাহিত্য : একটি তুলনামূলক আলোচনা ৩২২

প্র বু দ্ধ ঘো ষ
হাংরি জেনারেশন এবং নবারুণ ভট্টাচার্য : তুলনামূলক পাঠ ৩৩১

শুভদীপ দেবনাথ

সন্দীপন-সুবিমল-নবারুণ : বিরুদ্ধতার ধারাবাহিকতা

"আই হ্যাভ টু প্রুভ মাইসেল্ফ। লেখালেখির বাইরের ক্রাইসিসটা গলা টিপে ধরেছে বারবার, যার ফলে পুটিমাছ হয়েও আমাকে সাঁতরাতে হয়েছে তিমির মতো। আমার তো এভাবে লেখার দরকার ছিল না। আমাকে উত্তরোত্তর বেশি প্রমাণ করতে হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যে আমি ঝি-এর ছেলে, প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর উপন্যাসের কিশোর। আমাকে তো ফার্স্ট হতেই হবে। চেষ্টা তো করতেই হবে।"

(সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, 'কথা যখন কথকতা', ২১)

"সুবিমল মিশ্র কে? তার পরিচয় কী? ভাষা ও ভাবনাকে নপুংসক রাখার একটা কালোয়াতি চেষ্টার বিরুদ্ধে সে একটা চিৎকার।... সে বাংলা গল্প-উপন্যাসে এমন একটি টেকস্‌চার তৈরি করে দিতে চেয়েছে যা একুশ শতকে পুরোপুরি মরে যাবে বা সম্ভাবনাময় হয়ে উঠবে।"

(সুবিমল মিশ্র, ২০০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুল্লেখিত)

"মারো, ভাঙো, উল্টে দাও, গুঁড়িয়ে দাও, ঝামেলা পাকাও...আই থিংক ইটস অ্যান আউট অ্যান আউট টোটালি পোলিটিক্যাল থিম... আমি রাজনীতি ছাড়া আর কিছু বলি না। আমার সময়টা রাজনীতি ছাড়া আর কিছু বলার নয়..."

(নবারুণ ভট্টাচার্য, ২০১৫, ২৮)

উক্তি তিনটি এমন তিনজনের যাঁরা বেস্টসেলারেরর ভিড়ে নাম লেখানোকে ঘৃণা করতেন, চটজলদি জনপ্রিয়তাকে সন্দেহ করতেন, মধ্যবিত্ত চিন্তা-চেতনাকে অবজ্ঞা করতেন। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সুবিমল মিশ্র এবং নবারুণ ভট্টাচার্য—উপরোক্ত বক্তব্যের স্বত্বাধিকারী তিনজনের প্রত্যেকেরই সাহিত্য সৃষ্টির মূলে ছিল গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে অনমনীয় অবস্থান, নিজস্ব ভাষা সৃষ্টির তাগিদ, প্রতিষ্ঠান লালিত সাহিত্যের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা। নান্দনিক ভাবনা, রচনাশৈলী, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার প্রশ্নে স্বভাবত স্বতন্ত্র হলেও এক ধরনের মূলগত ঐক্য এই তিনজনের মধ্যেই বিদ্যমান। আমাদের

১৪) নবারুণ ভট্টাচার্য, 'মানুষ বোকা নয়, খামখা সেন্সরশিপ চালাব কেন?' বৈজয়ন্ত চক্রবর্তীকে দেওয়া সাক্ষাৎকার, 'রবিবারোয়ারি', ১৮ নভেম্বর ২০১২।
১৫) নবারুণ ভট্টাচার্য, 'প্রত্যেককে একটা স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে হয়', 'কথাবার্তা', ২০১৫।
১৬) নবারুণ ভট্টাচার্য, 'দুনম্বরী একটা সময়ের মধ্যে আমরা বাস করছি...', 'কথাবার্তা', ২০১৫।
১৭) নবারুণ ভট্টাচার্য, '৩৪ বছরের বাম শাসনে শুধুই পার্টিক্র্যাসিই হয়েছে', 'কথাবার্তা', ২০১৫।
১৮) রায় নীলোৎপল, 'আর মানুষের বাচ্চারা সবাই খুব হুঁশিয়ার থাকবেন... কেননা সেলিব্রিটি নন বলেই সুবিমল মিশ্র যখন খুশি মুতে দিতে পারেন আমাদের মুখে', 'জারি বোবাযুদ্ধ', জানুয়ারি, ২০০৯।

শুভদীপ দেবনাথ পড়াশোনা স্কটিশ চার্চ কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পিএইচডি করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। গবেষণার বিষয় প্রতিষ্ঠান বিরোধী সাহিত্য। বর্তমানে অধ্যাপনা করছেন তেহট্ট সরকারি কলেজে। নেশা ফটোগ্রাফি।

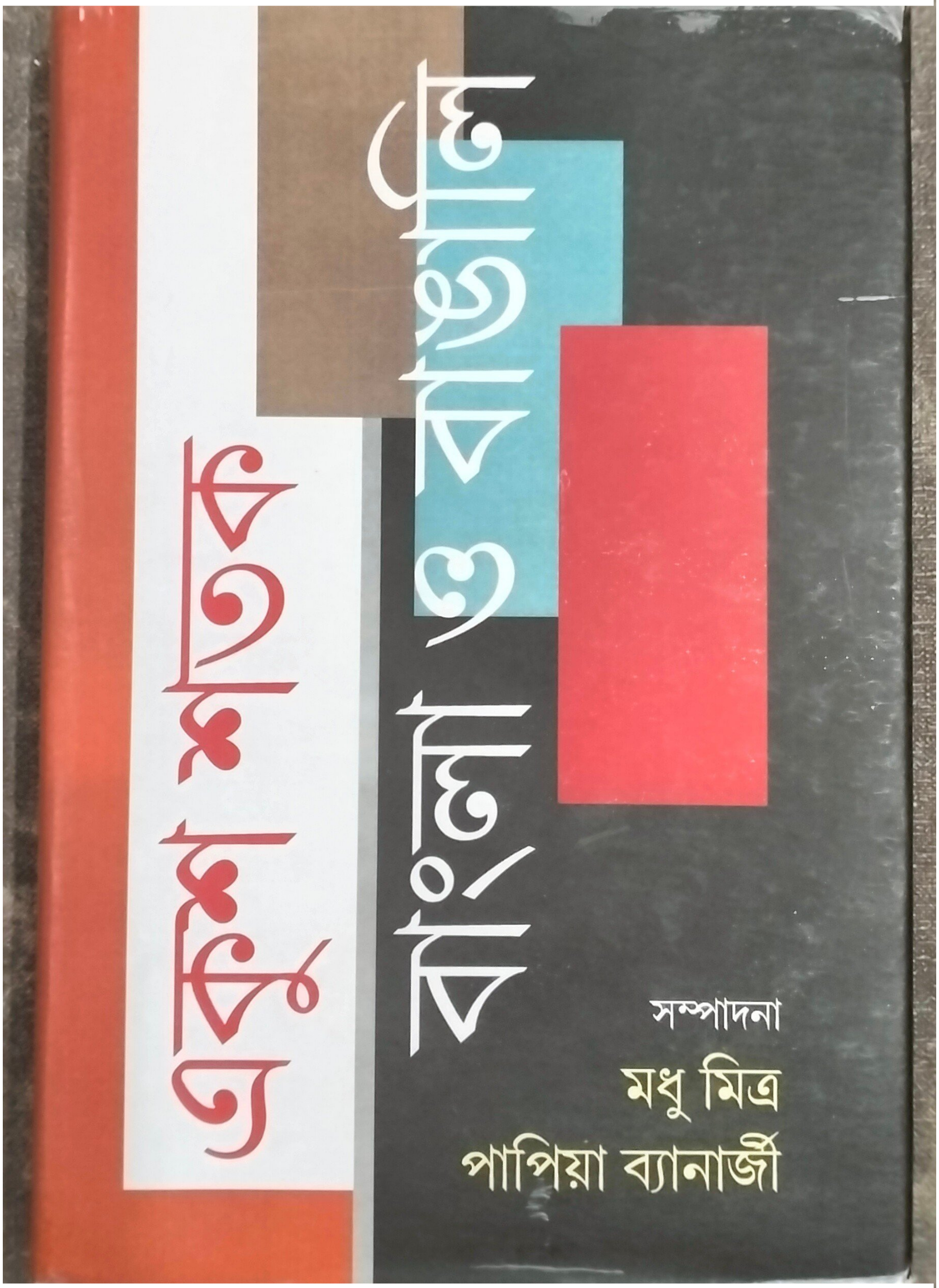
একুশ শতকে
বাংলা ও বাঙালি
সম্পাদনা
মধু মিত্র
পাপিয়া ব্যানার্জী

একুশ শতক : বাংলা ও বাঙালি

সম্পাদনা

ড. মধু মিত্র
পাপিয়া ব্যানার্জী

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

EKUSH SHATAK : BANGLA O BANGALI ,
A Collection of essays on Literature, language, Art and Culture of Bengal in 21st Century, Edited by Dr. Madhu Mitra & Papiya Banerjee, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata-9, July : 2019. Rs. 500.00

গ্রন্থস্বত্ব : বহরমপুর গার্লস কলেজ, মুর্শিদাবাদ

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা কোনো যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ
জুলাই, ২০১৯

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

অক্ষর বিন্যাস
শালিনী ডটস্
১৯/এইচ/এইচ গোয়াবাগান স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৬

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
কলকাতা : ৭০০০০৯

ISBN: 978-93-88988-17-9

মূল্য : পাঁচশো টাকা

সূচিপত্র

একুশ শতকের বাংলা ও বাঙালি :
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ৯ —গোলাম মুস্তাফা

দেশভাগ, প্রব্রজন, অভিবাসন : অস্তিত্বের সংকট
ও অসমের সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য ৩০ —দীপেন্দু দাস

প্রসঙ্গ সরস্বতীর গাজন ৪১ —শক্তিনাথ ঝা

বিশ্বায়ন—একুশ শতক—তিনকন্যের কথা জগৎ ৫৭ —বিকাশ রায়

বাণী বসুর অমৃতা : একুশ শতকের দর্পণে ৭১ —হেনা সিন্‌হা

আত্মপরিচয়ের খোঁজে বাঙালি : প্রাগাধুনিক পর্ব
থেকে একুশ শতকের অভিমুখ ৭৭ —মধু মিত্র

অনুভূতির বর্ণমালা : প্রচেত গুপ্ত'র গল্প-৩৩ ৮৯ —পাপিয়া ব্যানার্জী

সাহিত্যে 'ইকোক্রিটিসিজম' এবং 'ইকোফেমিনিজম' ৯৯ —আনিসুর রহমান

বৃহত্তর চাকদহের ওঁরাও সম্প্রদায়ের পরব ও গানে
একুশ শতকের প্রভাব ১০৪ —সত্যরঞ্জন বিশ্বাস

একুশ শতকের বাংলা কবিতা :
বাঙালির বহুকৌনিক উচ্চারণ ১১৮ —অরিজিৎ ভট্টাচার্য

একুশ শতকে মুসলমান পত্রপত্রিকায়
প্রকাশিত সমাজ-চিত্র ১২৪ —হাসনারা খাতুন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর গোধূলিবেলার কবিতা ১৩১ —সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়

একুশ শতকে পরিবর্তিত মূল্যবোধ ও
বাঙালির বিনোদন ১৪৪ —নীতীশ ঘোষ

একুশ শতকে বাংলায় গৌণধর্ম চর্চার
বৈচিত্র্য ও প্রাসঙ্গিকতা ১৫৩ —শুভঙ্কর দাস

স্যোশাল মিডিয়ায় বাঙলা সাহিত্যের চর্চা :
একটি একুশ শতকীয় সম্ভাবনা ১৬০ —রাহুল পন্ডা

একুশ শতক ও একটি সিনেমা ১৬৬ —সুতপা মুখোপাধ্যায়

একুশ শতকে পরিবর্তিত মূল্যবোধ ও বাঙালির বিনোদন

নীতীশ ঘোষ

ভূমিকা : একুশ শতক সবে তার যাত্রাপথ শুরু করেছে। পথপরিক্রমা অল্প হলেও বৈচিত্র্যে বা নিত্যনতুন অভিজ্ঞতায় একুশ শতক তার স্বাতন্ত্র্যের চিহ্নকে জনসমক্ষে হাজির করেছে। এই স্বাতন্ত্র্য বস্তুগত পরিবর্তনে যতটা না প্রকট অন্তর সম্পদ পরিবর্তনে তার প্রকটতা ভয়াবহ। আন্তরসম্পদ হল সেই সম্পদ, যার বলে বলীয়ান হয়ে আমরা আজ বিধাতার সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব। লোকসমাজে মানুষ হিসেবে তারাই পরিগণিত যারে আন্তরসম্পদে 'মান' এবং 'হুশ' এই দুইয়ের সমবায় লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে মান কথাটির অর্থ মর্যাদা, আর 'হুশ' কথাটির অর্থ আমি কী করছে বা বলছি সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা। যখন আমরা চলনে বলনে কথনে 'মান'কে তোয়াক্কা না করে 'হুশ' হারিয়ে ফেলি তখনই ঘটে মনুষ্যত্বের অবমাননা যা মূল্যবোধের অবক্ষয়েরই নামান্তর। এই আন্তরসম্পদে সমৃদ্ধিতে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা অনেকটা স্থান জুড়ে অবস্থান করে। সৃষ্টির সূচনালগ্নে মানুষ ছিল অরণ্যচারী, গুহাবাসী। সেই আদি পর্ব থেকেই ঘটে চলেছে মনুষ্যত্বের বিকাশ। কিন্তু Evaluation-এর সঙ্গে সঙ্গে ঘটে চলেছে Reversion প্রক্রিয়া। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অবনতি। যেমন সাম্প্রতিককালে ই-রিক্সার আবিষ্কার একদিকে যেমন সভ্যতার অগ্রগতি ঘটিয়েছে, অন্যদিকে এক বিরাট সংখ্যক রিক্সাচালক আজ চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রাথ ঠাকুরের লেখা 'খেয়া' কবিতার কথা স্মরণ করা যেতে পারে—

> "পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব, কত সর্বনাশ
> নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস-
> রক্তপ্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে
> সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে!
> সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা-
> উঠে কত হলাহল, উঠে কত সুধা!"

তাই মূল্যবোধ গড়ে ওঠার উপাদানগুলিও স্থাণুবৎ হয়ে থাকে নি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তন কোন কালে প্রকট আবার কোন কালে প্রচ্ছন্ন। একুশ শতকে মূল্যবোধের যেমন পরিবর্তন ঘটেছে, সেই সঙ্গে বাঙালির বিনোদনও অন্য চেহারা নিয়েছে। এখন আমরা এই মূল্যবোধের স্বরূপ অঙ্কন করে তার অভিব্যক্তি দেখানোর সাথে সাথে সাম্প্রতিক সময়ের নিরিখে বাঙালির বিনোদন নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো।

মূল্যবোধ ও তার ভিত্তি : মূল্যবোধ শব্দটির আপাত একটি সরল অর্থ হল কোন একটি বোধ বা ধারণাকে মূল্য দেওয়া। যে বোধের দ্বারা কোন বিষয় সম্পর্কে আমরা মূল্যায়ন করি। অর্থাৎ ভাল-মন্দের বোধের ক্ষেত্রে মূল্যবোধ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মূল্যবোধের মূল ভরকেন্দ্র হলো আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট, তার বেড়ে ওঠার পরিবেশ ও অর্জিত সংস্কার। আর্থ-সামাজিক

Government of West Bengal
Office of the Principal

e-mail : tehattagovtcollege@gmail.com
Web : tehattagovtcollege.ac.in
Ph. : 03471-250100

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE, TEHATTA

Tehatta, Nadia, Pin-741160

Number of books and chapters in edited volumes/books published and papers published in national/ international conference proceedings per teacher during last five year

Year 2020

Sl No.	Name of the teacher	Title of the book/chapters published	Title of the paper	Name of the publisher	Link to the source website
1	**Nitish Ghosh**	সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি: ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার	বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরান: লোকায়ত চিকিৎসাবিদ্যা	গৌরী পাবলিশিং হাউস	https://tehattagovtcollege.ac.in/Pdf/Publication/Book/Bengali/%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%20%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%20%E0%A6%93%20%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF%20%E0%A6%90%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%AF%20%E0%A6%93%20%E0%A6%89%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0.pdf
2	**Saswata Kusari**	Writing Gender Writing Self: Memory, Memoir and Autobiography	Lifting 'the Quilt': Ismat Chughtai's A Life in Words and the Subversion of the Normative	Routledge	https://www.routledge.com/Writing-Gender-Writing-Self-Memory-Memoir-and-Autobiography/Bose/p/book/9780367534493?srsltid=AfmBOoqXAqzGYkVNHGQswL9o0bkns3S6Dr6yz9lukR8kRKfApXUREuOs

Gov. Gen. Degree College, Tehatta * Estd-2014 * Govt. of West Bengal

Dr. Sibsankar Pal
Officer-in-charge
Govt. Gen. Degree College, Tehatta
Nadia-741160

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ : লোকায়ত চিকিৎসাবিদ্যা

নীতীশ ঘোষ

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গালে লোক ঔষধ ও চিকিৎসা

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। কোন লেখকই সমাজ প্রসঙ্গাকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাই খুব স্বভাবতই কাহিনি বয়নে সমাজের নানা খুঁটিনাটি প্রসঙ্গ স্থান লাভ করে। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধ শাখা মঙ্গালকাব্যগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই আমরা বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গাল কাব্যে সে যুগে প্রচলিত লোক ঔষধ ও চিকিৎসার হদিশ পাই—সুপ্রাচীন কাল থেকে বেল ফল ও পাতা লোক ঔষধি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গাল কাব্যের 'মনসার জন্ম পালা' অংশে আমরা পাচ্ছি—

কামে ব্যাকুল শিব কাতর চঞ্চল জীব
রতি রসে করে টসমস
অতিকামে হইয়া ভোল শ্রীবৃক্ষেরে দিল কোল
আচম্বিতে খসিল মহারস।[১]

এই পালায় দেখা যাচ্ছে কামে অচেতন হয়ে পুষ্পবনে মহাদেবের আগমন এবং শ্রীফলকেই মহারসের উপযুক্ত ধারক হিসেবে বিবেচনা। পুষ্পবনে কিন্তু শ্রীফল ব্যতিরেকে বহু লতা-পাতা-গুল্মের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। মহাদেব সেই সবকে উপেক্ষা করে মহারসের ধারক হিসেবে শ্রীফলকেই উপযুক্ত বিবেচনা করেছেন। অর্থাৎ কার্য-কারণ সম্বন্ধ বিচার করে আমরা শ্রীফল বা বেলকে লোক ঔষধি হিসেবে নির্বাচনের সূত্র সন্ধান পাচ্ছি। শ্রীফল বা বেলের ঔষধিগুণ আজ সর্বজনবিদিত। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ 'এগল ফোলিয়া'র অন্যতম উপাদান বেল। লোকায়ত চিকিৎসায়, কামজনিত শিহরণকে লঘু বা তারল্য করার একটি পন্থা হল নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতিকে নিয়ন্ত্রণ। চর্যাপদে কথিত 'ধমন-চমন বেনী' কিংবা মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গালে পুত্র সন্তান প্রসব হেতু নাসা রন্ধ্রে ঔষধ প্রয়োগ তারই সাক্ষ্য বহন করে। আবার বিজয় গুপ্তের মনসার জন্ম পালা অংশে মহাদেবের কামভাব দর্শন, এবং মহাদেবের কুপ্রস্তাব উপেক্ষা হেতু পদ্মাবতীর নাকে হাত দেওয়ার সংবাদ পাচ্ছি—

কামভাবে মহাদেব বলে অনুচিত।
লজ্জায় বিকল পদ্মা শুনিতে কুৎসিত॥
নাকে হাত দিয়ে পদ্মা বলে রাম রাম।
শিবের চরণে পড়ি করিল প্রণাম॥[২]

এখানে লক্ষিতব্য যে, মহাদেবের কামজনিত কুপ্রস্তাব শ্রবণে পদ্মাবতী কানে হাত না দিয়ে নাকে হাত দিয়েছে। অর্থাৎ লোকায়ত সমাজে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিয়ন্ত্রণ, দেহের স্বাভাবিকতা রক্ষার যে অন্যতম উপায় হিসেবে প্রচলিত ছিল উক্ত প্রসঙ্গটি তারই ইঙ্গিত বহন করছে। লোকায়ত সমাজে কলার পাতায় অন্নগ্রহণ এবং ভোজনান্তে তাম্বুল সেবন প্রচলিত। কলা এবং তাম্বুল দুইই লোক ঔষধ হিসেবে গণ্য। কলার বৈজ্ঞানিক নাম— Musa paradisiaca Linn, কলার লৌহ উপাদান রক্ত তৈরীতে সাহায্য করে। এতে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকলেও সোডিয়াম নেই, তাই কলা উচ্চরক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। কলার মধ্যে থাকে সেরাটনিন নামক একটি হরমোন, যা মানুষকে প্রফুল্ল রাখে। এই জন্য অস্ট্রেলিয়ায় কলাকে 'মুড ফুড' বলা হয়। বিজয় গুপ্তের কাব্যে মনসার জন্ম পালাতে দেবী চণ্ডিকা শিবকে অন্নদান হেতু—

কদলী পত্রে দেবী অন্ন দিলা আনি।
ভোজন করিতে বসে দেব শূলপাণি।।[৩]

একটু গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, দেবী চণ্ডী কোন ধাতব পাত্রে অন্নপ্রদান করে নি। তার সামর্থ্য ছিল না এমনটাও নয়। কলা ও তার পাতার ঔষধিগুণ লোকায়ত সমাজের জানা ছিল।'কলার পাতায় অন্নগ্রহন স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর। গবেষণায় প্রমাণিত কলা পাতার মধ্যে এক ধরণের জৈব রস থাকে, গরম ভাতের সংমিশ্রণে তা খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। আর যা স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর লোকসমাজ তাকেই লোক ঔষধ হিসেবে মান্যতা দিয়েছে। চর্যাপদ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, এমনকি বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যে তাম্বুলের প্রসঙ্গ ফিরে ফিরে এসেছে। লোকায়ত সমাজে লোক ঔষধি হিসেবে পানের গুরুত্ব অপরিসীম। পানের বিজ্ঞানসম্মত নাম— Piper betle Linn, শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্যে, হজম শক্তিবৃদ্ধিতে বিশেষ করে পানের রসসিক্ত লালা পেরিস্টলিক গতি বৃদ্ধিতে, নখকুনি সারাতে, মাথার উকুন নিঃশেষ করতে পানপাতাকে লোক ঔষধি হিসেবে ব্যাবহার করা হয়। লোক চিকিৎসায়, অনুপান এবং বিধিনিষেধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরস্বরূপ গর্ভবতী জননীর শয়ন পদ্ধতির কথা বলা যেতে পারে। গর্ভবতী উপযুক্ত শয়ন পদ্ধতি সুস্থ সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে কতটা কার্যকারী, তা আজ সমীক্ষায় প্রমাণিত। শয়ন পদ্ধতির ব্যাঘাত হেতু মৃত সন্তান প্রসবের আশু সম্ভাবনা থাকে। লোকায়ত সমাজ যে এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিল, তার ইঙ্গিত আমার বিজয় গুপ্তের 'অষ্ট নাগের জন্ম পালা' অংশে গর্ভবতী মনসার শয়ন পদ্ধতি থেকে জানতে পারি—

মনসা প্রথম গর্ভবতী আনন্দিত পশুপতি
নাচন্তি অতি কুতূহলে।
ভূমিতে আঁচল পাতি নিদ্রা যায় পদ্মাবতী
উঠে বসে অতি কুতূহলে।।[৩]

লোকায়ত সমাজে, লোক চিকিৎসকগণ মুমূর্ষু রোগীর শ্বাসক্রিয়ার পরীক্ষা ক্ষেত্রে, নাসারন্ধ্রে তুলার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যের 'গৌরী কোন্দল পালা'তে পাই—"উঠ উঠ বলি কেহ কর্ণমূলে ডাকে।/মর্মশ্বাস চাহে কেহ তুলা দিয়া নাকে।।"[৪] অর্থাৎ মুমূর্ষু রোগীর শরীরের গতি প্রকৃতি জানার ক্ষেত্রে 'মর্মশ্বাস' পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হিসেবে

Scanned with OKEN Scanner

বিবেচিত হতো। আবার এই কাব্যের ' গুয়াবাড়ি কাটা পালা' অংশে চাঁদ সদাগরের হাতে এক বিশেষ প্রজাতির পুষ্পের সন্ধান পাচ্ছি। যে পুষ্পের গন্ধে—

নাগ আভরণ পদ্মার আছিল তখন।
পালায় পুষ্পের গন্ধে যত নাগগণ।।[৫]

প্রায় সমস্ত মঙ্গল কাব্যে দেখা যায়, বিভিন্ন ধরনের সর্পগণের হেতালের লাঠি দর্শন মাত্রই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আত্মগোপন করার কাহিনি—

চান্দর হাতে হেতালবাড়ি দুর্জয় প্রতাপ
তাহারে দেখিয়া পালাইল তক্ষক সাপ ॥[৬]

অর্থাৎ লোকায়ত সমাজে সর্প বিতাড়নের ক্ষেত্রে হেতালকে লোক ঔষধি হিসেবে গণ্য করা হতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য- 'ইসর মুলের গন্ধে পালএ ভুজঙ্গ/ অঙ্গনা সমাজে হর হইল উলঙ্গ', মুকুন্দ চক্রবর্তী তার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সাপ তাড়ানোর ক্ষেত্রে ইসর মূলের কথা বলেছেন। আমরা এখানে লোক ঔষধি হিসেবে হেতাল ও ইসর মূলের কথা জানতে পারছি। সাম্প্রতিককালে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা জানা গেছে, হেতাল ও ইসর মূলের রাসায়নিক উপাদান সর্পবিষের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করতে সক্ষম। মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, তুক-তাক, জল-পড়া, নুন-পড়া, তেল-পড়া লোকায়ত সমাজে লোক চিকিৎসার অঙ্গ। এর মধ্যে কোন ঔষধি গুণ নেই, কিন্তু এই লোক চিকিৎসার আভিচারিক ক্রিয়াগুলি বিজ্ঞানসম্মত। সর্পবিষের প্রতিষেধক হিসেবে মন্ত্র প্রয়োগের সাথে আনুষঙ্গিক ক্রিয়া হিসেবে 'ব্রম্ন চাপড়' এর প্রসঙ্গ পাচ্ছি—

কানে মন্ত্র কহে ওঝা পৃষ্ঠে ঘা মারে।
নির্বিষ হইয়া শিষ্য ওঠে একবারে।।[৭]

সর্প গুনিনের যে সব মন্ত্র ব্যবহার ও বিনিয়োগ করেন তা বহুধা ও বিভিন্ন ধরণের। সর্প গুণিন মন্ত্র ব্যবহার ও প্রক্রিয়ায় বুকে চাপড় মারলে 'চাপড় সার' আর মাথার ব্রম্মতালুতে মারলে 'ব্রম্ন চাপড়' বলে। এই চাপড়ের প্রভাবে শিথিল স্নায়ুগুলি পুনরায় কর্মক্ষমতা অর্জন করে, সঙ্গে যোগ হয় মন্ত্রের শব্দ ব্রম্ন, যা ধ্বনি চিকিৎসার সামিল। উন্মুক্ত অবস্থায় ঔষধের ক্রিয়াশীলতা হ্রাস পাই। আবার ঔষধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সময়সীমা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুসংস্কৃত ঔষধের মতো লোক ঔষধেও সংরক্ষণ প্রণালী ও প্রয়োগকাল যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে বিবেচ্য—

ঔষধ আনিয়া দিলে বাঁচন নিশ্চয়।
এক দণ্ডের অধিক হইলে ঔষধের গুণ নয়।।
সেই ঔষধ আন গিয়া রাত্রের ভিতর।
তবে সে জানিও বাপ আমার নিস্তার।।[৮]

'শরীরম ব্যাধি মন্দিরম'— শরীর ই ব্যাধির আবাসস্থল। লোকায়ত মানুষ রোগের হাত থেকে বাঁচতে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আগাম সতর্কতা অবলম্বন করতো। চর্মরোগের হাত থেকে রেহাই পেতে, কিংবা ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধিতে যে সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করতো তা লোক ঔষধির পর্যায়ভুক্ত—"তিল তৈল আমলকী গিলা হরিদ্রা পিঠালী।"[৯] তিল, তৈল, আমলকী কিংবা হরিদ্রা বা হলুদের ঔষধিগুণ আজ সর্বজন স্বীকৃত-যার শিকড় লোকসমাজে নিহিত। সুস্থ শরীরে

Scanned with OKEN Scanner

বাঁচার ক্ষেত্রে উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ জরুরী। গর্ভাবস্থায় কিংবা রোগাক্রান্ত শরীরে, কোন কোন খাদ্য গ্রহণ করা উচিত লোকায়ত সমাজ সে ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিল। বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গল কাব্যের 'ছয় কুমার বধ পালা' অংশে পাই—

জ্বর পিত্ত আদি নাশ করার কারণ।
কাঁচা কলা দিয়া রাঁধে সুগন্ধ পাঁচন।।[১০]

সুস্থ, সবল, নীরোগ সন্তান প্রসবের অন্যতম শর্ত গর্ভবতী জননীর উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ। গর্ভবতী সনকাকে যে সমস্ত খাদ্য দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল- মুগের ডাল, ঝিঙ্গা, বাথুয়া শাক, গিমা শাক, রহিত মৎস্য, আমের বৌল, কলার মূল, শোল মাছ ইত্যাদি। বর্তমানে ডাক্তারেরা গর্ভবতী জননীকে যে সমস্ত ঔষধ প্রদান করেন তার যে রাসায়নিক উপাদান তা উক্ত খাদ্যে যথেষ্ট পরিমানে মেলে। এই লোক ঔষধগুলির নিরিখে, লোকায়ত মানুষের জ্ঞানের গভীরতা সহজেই অনুমেয়।

উৎসের সন্ধানে

১. অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত, বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গল, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৮৪।
২. তদেব, পৃ. ৮৬
৩. তদেব, পৃ. ৯১
৪. তদেব, পৃ. ১১৩
৫. তদেব, পৃ. ৯৯
৬. তদেব, পৃ. ১৪৯
৭. তদেব, পৃ. ১৫২
৮. অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত, বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গল, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ১৬০, ১০১
৯. তদেব, পৃ. ১৬০
১০. তদেব, পৃ. ১০৬

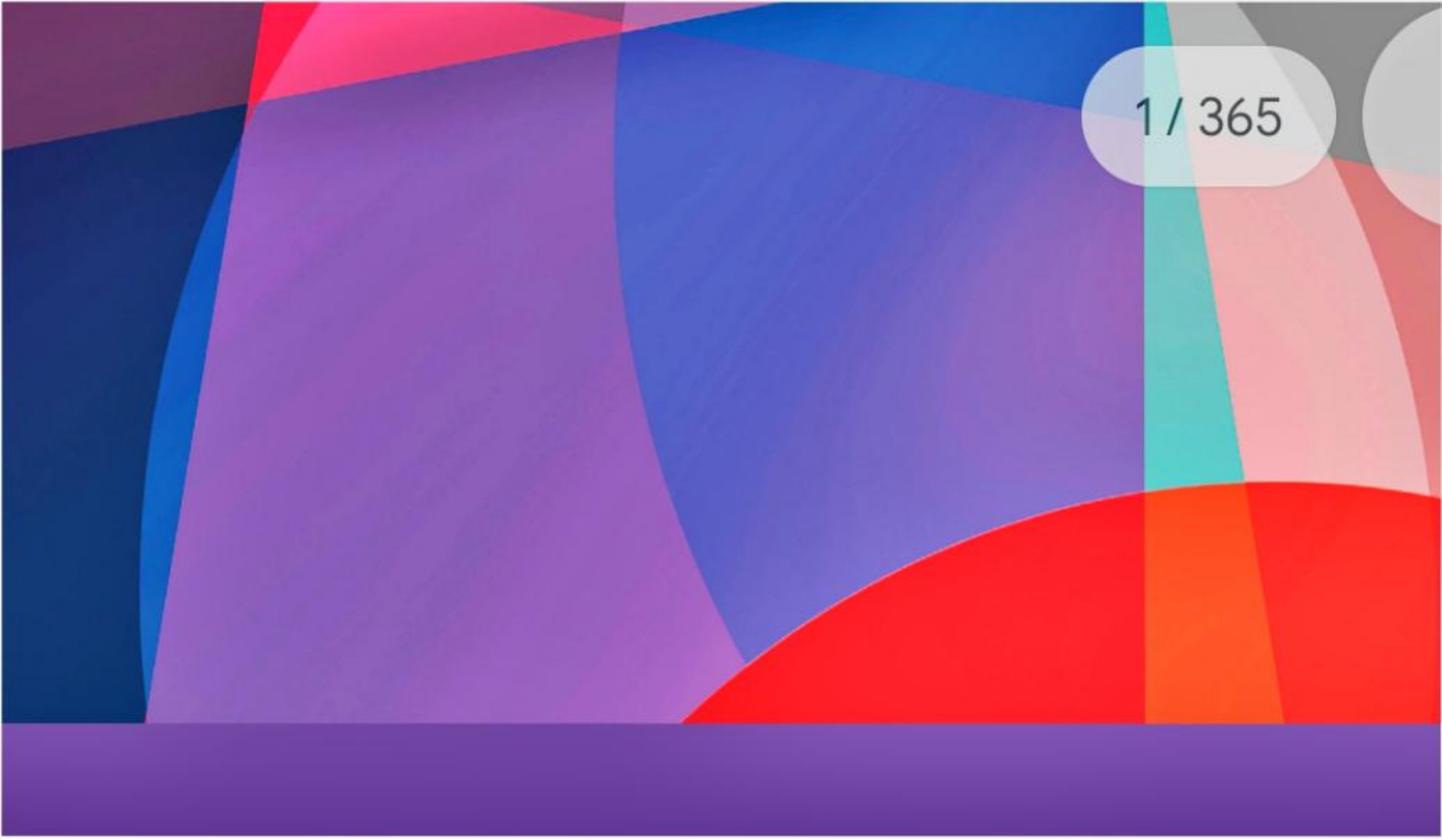

WRITING GENDER WRITING SELF

MEMORY, MEMOIR AND AUTOBIOGRAPHY

Edited by
Aparna Lanjewar Bose

8. Subverting Literary Space: From [His]stories to [Her]story in Writings of Kamala Das, Sally Morgan and Melba Pattillo Beals
Shyama Sajeev 165

9. *Daughter of the East* and the Perils of (Self)Idealization
Vinita Chaturvedi 177

10. Identity and Self-Representation in Taslima Nasreen's *My Girlhood*
Archana Gupta 189

11. Sexuality, Self and Body: Reading Michèle Roberts' Memoir *Paper Houses*
Baljeet Kaur 203

12. Vocalizing the Voiceless: Struggle for a Personal Voice in Maxine Hong Kingston's *The Woman Warrior: Memoirs of a Girlhood Among Ghosts*
Munira T. 215

13. Lifting 'the Quilt': Ismat Chughtai's *A Life in Words* and the Subversion of the Normative
Saswata Kusari 229

14. Indian Nationalism and Hindu Widowhood: Contesting Margins in Indira Goswami's *Adha Lekha Dastabej*
Nilakshi Goswami 241

15. Veiled Voices: Semi-autobiographies of Yemeni Writers Nadia al-Kawkabani and Shatha al-Khateeb
Hatem Mohammed Hatem al-Shamea 257

16. Breaking the Silence: Tehmina Durrani's *My Feudal Lord*
Rubina Iqbal 265

17. Re-Reading Azar Nafisi's memoir *Things I've Been Silent About*
Shaista Mansoor 277

CHAPTER 13

Lifting 'the Quilt': Ismat Chughtai's *A Life in Words* and the Subversion of the Normative

SASWATA KUSARI

Ismat Chughtai, often considered to be one of South-Asia's foremost and feisty woman writers, can also be referred to as described by M. Asaduddin, the translator of her memoir as one of 'Urdu literature's most courageous and controversial writers and its most resolute iconoclast' (*A Life* 9). In her lifetime, Chughtai gave rise to heated controversies by transcending the mythical[1] limits set for women. In order to appreciate the truly courageous and subversive spirit of Chughtai one has to analyse her life and times carefully.

Ismat Chughtai was born in 1915 in a typical Muslim household in Uttar Pradesh in undivided India. The year of her birth allows one to assume that she must have been brought up in one of those orthodox families that often perceived women as the inferior other. That Chughtai was a victim of such an attitude becomes clear when she narrates, rather humorously, in her autobiographical work *A Life in Words*, how her family and friends did their best to stop her from getting education. She writes,

> Sending us to a boarding school caused a great uproar. The entire family threatened to boycott us, saying that my father was making his daughters Christians, that it would be difficult to marry us off and that he would have to maintain us all our lives. Amma shed bitter tears. Abba finally gave in. His friends also advised him to withdraw my sisters from school as, according to them, to educate a girl was worse than prostitution. (*A Life* 72)

Government of West Bengal
Office of the Principal

e-mail : tehattagovtcollege@gmail.com
Web : tehattagovtcollege.ac.in
Ph. : 03471-250100

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE, TEHATTA

Tehatta, Nadia, Pin-741160

Number of books and chapters in edited volumes/books published and papers published in national/ international conference proceedings per teacher during last five year

Year 2021

Sl No.	Name of the teacher	Title of the book/chapters published	Title of the paper	Name of the publisher	Link to the source website
1	**Nitish Ghosh**	বঙ্গীয় গীতিকা পরিপ্রশ্ন ও পুনর্পাঠ	লোকঔষধ ও চিকিৎসার প্রেক্ষিতে মৈমনসিংহ-গীতিকা	বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ	https://tehattagovtcollege.ac.in/Pdf/Publication/Book/Bengali/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A7%9F%20%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%20%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%A8%20%E0%A6%93%20%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A0.pdf

Dr. Sibsankar Pal
Officer-in-charge
Govt. Gen. Degree College, Tehatta
Nadia-741160

বঙ্গীয় গীতিকা

পরিপ্রশ্ন ও পুনর্পাঠ

সম্পাদনা
অর্ঘ্য ব্যানার্জ্জী
শ্রীজয় কুমার মণ্ডল
শুকদেব ঘোষ

Scanned with OKEN Scanner

BONGIYO GEETIKA PORIPROSHNO O PUNARPATH; A Collection of articles on Bangali Ballads Edited by Arghya Banerjee, Srijoy Kumar Mondal & Sukdev Ghosh; Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad 6/2 Ramanath Majumder Street. Kolkata - 700 009. February : 2021. ₹ 350.00

© অর্ঘ্য ব্যানার্জী

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনও উপায়েই এই গ্রন্থের কোনও অংশের কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি, ২০২১

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

বর্ণসংস্থাপন
এ্যাডওয়েভ কমিউনিকেশন
১০৫/৩ নৈনান পাড়া লেন,
কলকাতা ৭০০০৩৬

মুদ্রণ
শান্তি মুদ্রণ
কলকাতা ৭০০০০৯

ISBN : 978-93-88988-78-0

মূল্য : তিনশো পঞ্চাশ টাকা

সূচি

বরাক উপত্যকার ঐতিহাসিক গীতিকা 'জঙ্গীয়ার গীত' : নিবিড় পাঠ	১৭	রমাকান্ত দাস
ফাঁসিড়ার পালা ও মহুয়া পালা : পুনর্পাঠ	৩০	অর্ঘ্য ব্যানার্জ্জী
ময়মনসিংহ-গীতিকায় মঙ্গলকাব্যের প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ	৪০	গাফফার আনসারী
ময়মনসিংহ গীতিকা : আখ্যানের নির্মাণকৌশল	৫১	সঞ্চিতা বসু
বাংলা গীতিকা : স্বরূপ ও পরিচয়	৫৭	স্বরূপ দে
পূর্ববঙ্গ গীতিকায় স্বজন সম্পর্ক	৬৬	অনির্বাণ দত্ত
লোক-ঐতিহ্যের আলোকে মৈমনসিংহ গীতিকা	৭৫	উপানন্দ ধবল
গীতিকার কাহিনি অবলম্বী ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র যাত্রাপালার নারীরা	৮৮	হিমাদ্রি মণ্ডল
লোকঔষধ ও চিকিৎসার প্রেক্ষিতে মৈমনসিংহ-গীতিকা	১০১	নীতীশ ঘোষ
রবীন্দ্র-ভাবনায় ময়মনসিংহ গীতিকা	১১০	মৃন্ময় কুমার মাহাত
চন্দ্রাবতী; স্রোতের বিপরীতে চলা মহিলার উপাখ্যান	১১৬	শুকদেব ঘোষ
ময়মনসিংহ গীতিকায় বন্দনা ভাবনা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি	১২১	মানসী কুইরী
বাঁকুড়া জেলার লুপ্তপ্রায় লোকগীতিকা বালিকা সঙ্গীত	১৩০	জয়ন্ত মণ্ডল
'কমলারাণীর গান' পালা : নিবিড় পাঠ	১৪২	রীতা রাণী দে
ময়মনসিংহ গীতিকায় পত্রের ব্যবহার চন্দ্রাবতী পাল	১৫৩	শ্রীজয় কুমার মণ্ডল
মৈমনসিংহ গীতিকায় অন্ত্যবাসী জীবন কথা	১৫৮	দিলীপ মণ্ডল
লৌকিক প্রণয় গাথা ও ময়মনসিংহ গীতিকা	১৬৬	নিরুপম আচার্য

Scanned with OKEN Scanner

লোকঔষধ ও চিকিৎসার প্রেক্ষিতে মৈমনসিংহ-গীতিকা

নীতীশ ঘোষ

ভূমিকা

অরন্যচারী-গুহাবাসী মানুষ খাদ্য সংগ্রহ, আত্মরক্ষা আর নিতান্ত জৈবিক প্রবৃত্তি তাড়িত জীবনে আঘাত, অরক্ষা অথবা অসুখে বিধ্বস্ত হয়েছে যে দিন, সেদিন থেকেই চিকিৎসাবিদ্যার শুরু। প্রকৃতি লালিত মানুষ, প্রকৃতির রাজ্যে দেখেছে পাখিরা পায়ে আঘাত প্রাপ্ত হলে সরু সরু ডালপালা, পাতা-পুতি পায়ে জরিয়ে রাখে। মানুষও তাই ক'রে বেঁধে রেখেছে। পশুরা দেহের ক্ষত জীভ দিয়ে চাটে। মানুষ ক্ষতে থুতু দিয়ে ভেজায়, কাদা মাটির প্রলেপ লাগায় অথবা বিস্বাদে ফেলে দেয়। সাপে কামড়ালে মুখ লাগিয়ে চুষে শরীর থেকে বিষরক্ত বার করে। লতা-পাতা-গাছ-গাছড়া ব্যবহার করে। কখনো সুফল ফলে, কখনো হয় ভুল। এভাবে ভুলের পর ভুল শোধনে ঘটেছে চিকিৎসার অগ্রগতি। তাই মানুষ প্রকৃতির অন্য সদস্যদের কাছ থেকে রোগ মুক্তির কৌশল আবিষ্কার করেছে। বৈদিক সাহিত্যে আমরা যে ঔষধ ও চিকিৎসার পরিচয় পাই, তার মূল ভিত্তিভূমি প্রাক বৈদিক সমাজ অর্থাৎ লোকায়ত সমাজ। এই লোকায়ত সমাজের আবিষ্কৃত ঔষধ ও চিকিৎসা পদ্ধতিকে বৈদিক মুনি- ঋষিগণ পরিশীলিত রূপ দিয়ে গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। তারপর একে একে উপস্থিত হয়েছে আয়ুর্বেদ, ইউনানী, এবং হোমিওপ্যাথি অর্থাৎ লোকজ চিকিৎসার প্রাথমিক রূপ।

'লোক' বলতে বিশেষ এক ভৌগোলিক পরিবেশে বসবাসকারী, ঐতিহ্যানুসারী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সংহত সমাজের মানুষ। আর ঔষধ হল নিরাময় গুণসম্পন্ন যে কোনো ধরণের দ্রব্য। তা হতে পারে যেকোনো ধরণের বনজ, খনিজ, ধাতুজ বা কোনো জীব দেহাংশ। অর্থাৎ যার মধ্যে ঔষধি গুণ বর্তমান। এই 'লোক' যে ঔষধ ব্যবহারে অভ্যস্ত তাই হল লোকঔষধ। লোকায়ত সমাজের মানুষ রোগ-ব্যাধি নিরাময় সংশ্লেষে কোনো না কোনো দ্রব্য, বস্তু বা পদার্থ ব্যবহারে অভ্যস্ত। যেকোনো দ্রব্য, বস্তু বা পদার্থ কোনো না কোনো রোগ সারাতে সক্ষম। এটাই লোক ঔষধের প্রাথমিক প্রতিপাদ্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে—

"The sum total of the knowledge, skill, and practices based on the theories, beliefs and experiences indigenous to different cultures, whether explicable or not– used in the maintenance of health as well as in the prevention, diagnosis, improvement or treatment of physical and mental illness"[২]

Scanned with OKEN Scanner

Government of West Bengal
Office of the Principal

e-mail : tehattagovtcollege@gmail.com
Web : tehattagovtcollege.ac.in
Ph. : 03471-250100

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE, TEHATTA
Tehatta, Nadia, Pin-741160

Number of books and chapters in edited volumes/books published and papers published in national/ international conference proceedings per teacher during last five year

Year 2022

Sl No.	Name of the teacher	Title of the book/chapters published	Title of the paper	Name of the publisher	Link to the source website
1	**Gopal Mondal**	দক্ষিণবঙ্গের আঞ্চলিক ইতিহাসে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ	দক্ষিণবঙ্গের আঞ্চলিক ইতিহাসে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ	প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স	https://tehattagovtcollege.ac.in/Pdf/Publication/Book/History/%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A3%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%86%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%20%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%20%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%20%E0%A6%93%20%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6.pdf
2	**Shubhadip Debnath**	Sandipan Chattopadhyay: Manan O Darshan	Sandipan (Vasha) Pathshala'	Boibhashik Prakashani	https://tehattagovtcollege.ac.in/Pdf/Publication/Book/Bengali/Sandipan%20Chattopadhyay%20Manan%20O%20Darshan.pdf

Dr. Sibsankar Pal
Officer-in-charge
Govt. Gen. Degree College, Tehatta
Nadia-741160

দক্ষিণবঙ্গের আঞ্চলিক ইতিহাসে নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ

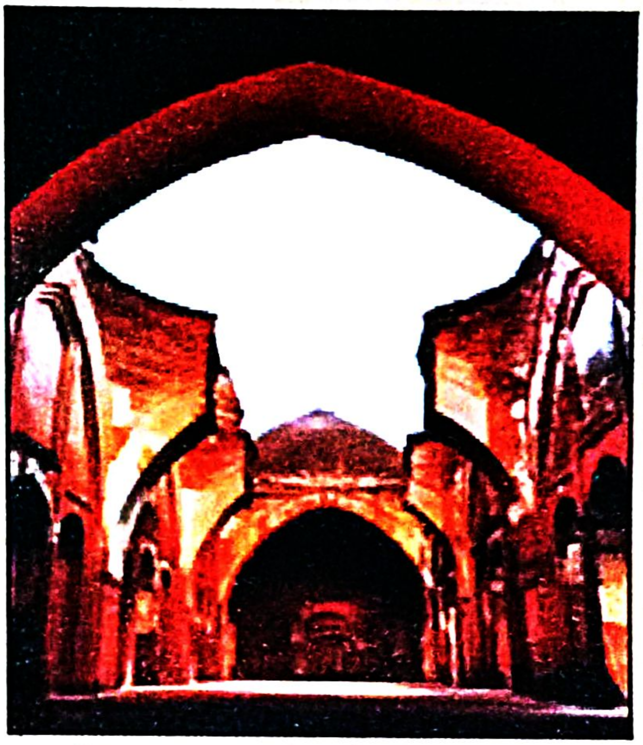

সুদীপ্ত সাধুখাঁ
গোপাল মণ্ডল

প্রাক্‌কথন
অলককুমার ঘোষ

দক্ষিণবঙ্গের আঞ্চলিক ইতিহাসে
নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ

ড. সুদীপ্ত সাধুখাঁ
সহ-অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
শান্তিপুর কলেজ, নদিয়া

গোপাল মণ্ডল
সহ-অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
তেহট্ট গভর্নমেন্ট কলেজ, নদিয়া

প্রাক্‌কথন
অলককুমার ঘোষ

প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স
৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট ◆ কলকাতা-৭০০ ০৭৩
e-mail : progressivepubl@yahoo.co.in
Mobile : 9830305810 ◆ Whatsapp : 9038296630

Dakshinbanger Anchalik Itihase
Nadia O Murshidabad
by Sudipta Sadhukhan and Gopal Mandal

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি, ২০২২

ডি.টি.পি. কম্পোজ
ভাস্কর দত্ত
ক্ষুদিরামনগর, শ্যামনগর
২৪ পরগণা (উত্তর)

প্রচ্ছদ-পরিচিতি ঃ দ্বাদশ শতকে নদিয়ায় নির্মিত
বল্লাল সেনের (ঢিপি)
অষ্টাদশ শতকে মুর্শিদাবাদে নির্মিত মুর্শিদকুলি খানের
সমাধি (কাটরা মসজিদ)

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ ঋতদীপ রায়

দাম ঃ ১০০ টাকা
Rupees One hundred only

ISBN : 978-81-8064-399-6

শ্রী কমল মিত্র কর্তৃক প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স-এর পক্ষে ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং নারায়ণ প্রিন্টিং
৩, মুক্তারামবাবু লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৭ থেকে মুদ্রিত।

এই কাজের অনুপ্রেরণা যিনি,
শিক্ষাগুরু অলককুমার ঘোষ মহাশয়কে

প্রাক্‌কথন

বছর তিনেক হল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পাঠসূচিতে নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাস যুক্ত হয়েছে। শুধু কল্যাণীতে নয়, দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ই এখন স্থানিক ইতিহাসচর্চার ওপর জোর দিয়েছে। কাজেই ছাত্র-ছাত্রীদের সহজভাবে বোঝানো যায়, এমন আঙ্গিকে সব জেলার ইতিহাসই নতুন করে লেখা দরকার। এই বইটি সেদিক থেকে একটি মূল্যবান সংযোজন। তাছাড়া সাধারণভাবেও পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ, সীমান্তঘেঁষা এই দুই জেলার একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে। এই বাংলার গড়ন ভালো করে বুঝতে গেলে ঐ প্রান্ত থেকেই আলোচনা শুরু করতে হবে। বইটির প্রাসঙ্গিকতা এইখানেই।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যখন সাহেব-ডাক্তার হনিগবার্জার নদীপথে বাংলাদেশে এসেছিলেন, তখন নদিয়াকে তিনি একটি প্রাণচঞ্চল বসতি হিসেবেই দেখেছিলেন, উচ্চবর্ণ শুধু নয়, বহু নিম্নবর্ণ ও সমাজপরিত্যক্ত মানুষের আশ্রয়স্থল তখন এই নদিয়া। ঐ শতকের তিন বা চারের দশক পর্যন্ত জেলাটি বাংলার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র, সরকারি-বেসরকারি নথিপত্রে এমন উল্লেখ আছে। পুরনো হিন্দু রাজাদের রাজধানী জেলা হওয়ার সুবাদে এর যে ঐতিহাসিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, তা বজায় ছিল বহুদিন পর্যন্ত। ধর্মীয় ঔদার্যের সাধনা ও দেশজ শিক্ষাধারায় পীঠস্থান নবদ্বীপ যেমন গোটা বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করত, তেমনি বাংলার অর্থনীতির অনেকটাই দাঁড়িয়ে ছিল শান্তিপুর-ফুলিয়ার তাঁতের ওপর, বস্ত্রশিল্পে ঢাকার গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েও একথা বলা যায়।

কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে কুড়ি শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে নদিয়া তার এই পুরনো ঐতিহ্য খুইয়ে বসেছিল। ঐ সময়ের কাগজে নদিয়ার বিশেষণ 'পশ্চাৎপদ'। শুধু আধুনিক শিক্ষা সংস্কৃতির ধারা থেকেই যে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তাই নয়, তার শিল্প গেল, কৃষিতে চেপে বসল দারিদ্র্য, এককথায় বাংলাদেশের ইতিহাসে তার স্থান সঙ্কুচিত হয়ে এল। ১৯২০-তে প্রিঙ্গল লিখলেন, "বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে নদিয়া জেলার ভূমিকা নেই বললেই চলে। দক্ষিণে সম্প্রসারণশীল নগর সভ্যতা আর অন্যদিকে উর্বর শস্যশ্যামল পূর্ববঙ্গ—এই দুইয়ের মাঝখানে নদিয়া যেন এক মূর্তিমান রসভঙ্গ। বিচ্ছিন্ন, গতিহীন এই জেলায় জীবনের কোনো স্পন্দনই অনুভূত হয় না।"

আর মুর্শিদাবাদ? আঠারো শতকের গোড়ায় এটা ছিল বাংলা সুবার রাজধানী। রাজা-মহারাজা-নবাবের পৃষ্ঠপোষকতায় যেমন ছিল খানদানি মিশ্র সংস্কৃতির গণ-বহমানতা, তেমনি ছিল জৈন-সুফি দর্শনের সমন্বয় বার্তা, আর ছিল হাতির দাঁত, কাঁসা বা রেশমের রমরমা। কোম্পানির আমলে রাজধানী সরে এল কলকাতায়, মুছে গেল নবাবি পোষণা, মুর্শিদাবাদ হয়ে রইল হতমান জমিদার আর দরিদ্র চাষির দেশ। ভৌগোলিক অস্তিত্ব

নিয়েও ইংরেজদের হাতে কম নাকাল হতে হয়নি মুর্শিদাবাদকে। ১৮৭৫-এ মালদহের বেশ কিছু গ্রামকে তার সাথে জুড়ে দেওয়া হল, আবার ৭৬-এ কয়েকটিকে কেড়ে নিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল বীরভূমে। ৭৯-তে অবশ্য থিতু হল জেলাটি।

সন্দেহ নেই বাংলার প্রধান শহর হিসেবে কলকাতার উত্থান আর নদিয়া-মুর্শিদাবাদের আর্থ-সামাজিক সংকট—এই দুইয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক ছিল একই রকমের। সেই সময়ে হাওড়া, হুগলি বা চব্বিশ পরগনার সঙ্গে কলকাতার যে যোগাযোগ ছিল, নদিয়া বা মুর্শিদাবাদের সঙ্গে তা ছিল না। ফলে শহর কলকাতার অর্থ সঞ্চালনের সুফল এই দুই জেলাকে স্পর্শ করেনি।

অর্থনৈতিক দুর্ভাগ্যের চাপ অবশ্যই পড়েছিল সংস্কৃতির অবক্ষয়ে। গ্রাম কাঠামোর জটিলতা দেশজ সংস্কৃতির ধারাকে পঙ্গু করে দিয়েছিল অনেকটাই। একসময়ে সাম্যবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদ নিয়ে মেতে উঠেছিল নদিয়া, আর জৈন-সুফি সমন্বয়বাদ নিয়ে গর্ববোধ করেছিল মুর্শিদাবাদ, কিন্তু কুড়ি শতকে তা ছিল অতীতের ছায়ামাত্র। আল্লা মুহম্মদ রাধাকৃষ্ণ একাঙ্গ-একাত্মা সার—এই উপলব্ধি তখন সেখানে কেবল কষ্টকল্পিত চেতনা। একেবারে মাটি ঘেঁষা লোকসংস্কৃতির মধ্যে যে উদার অকৃত্রিম মূল্যবোধের সমৃদ্ধি ছিল তা ততদিনে নষ্ট হয়ে গেছে। জীবন-জীবিকার কঠিন লড়াই সমন্বয়ী জীবনবোধের অস্তিত্বকে নিক্ষেপ করেছে ক্লিষ্ট দৈনন্দিনতায়।

দেশ ভাগের অভিজ্ঞতা অবশ্য দুই জেলায় একই রকম ছিল না। ঘরছাড়াদের বোঝা নদিয়াকে যতটা বইতে হয়েছে, মুর্শিদাবাদকে ততটা সইতে হয়নি। হয়তো স নাতন জীবন ধারার বহমানতা নদিয়ায় যতটুকু ছিল, অন্তত দেশান্তরী মানুষগুলোর অনুমিত ভাবনায়, মুর্শিদাবাদে তাও ছিল না, এমনটি মনে হয়েছে তাদের। এই ব্যাপারটা আরও ভালো করে বলতে পারবেন তাঁরা, যাঁরা এটা নিয়ে নিবিড় গবেষণায় রত হবেন।

শেষ কথায়, ভালোয় মন্দয় মিশিয়ে নদিয়া-মুর্শিদাবাদের ইতিহাস মন দিয়ে পড়বার মতো একটি বিষয়। সুদীপ্ত ও গোপাল চেষ্টা করেছে সহজ করে লিখতে, শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নয়, সাধারণ আগ্রহী পাঠকের জন্যেও। ওদের প্রয়াস সার্থক হোক।

অলককুমার ঘোষ
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান
ইতিহাস বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা
২৮ অক্টোবর, ২০২১

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

মনন ও দর্শন

সম্পাদনা

অর্ক চট্টোপাধ্যায় ও অদ্বয় চৌধুরী

SANDIPAN CHATTOPADHYAY: MANAN O DARSHAN
Edited by Arka Chattopadhyay & Adway Chowdhuri

ISBN : 978-93-91749-27-9

© Boibhashik Prokashoni

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারি ২০২২

প্রকাশক

মাধবী মজুমদার

বৈভাষিক প্রকাশনী

৬৭ দ্বারিক জঙ্গল রোড, ভদ্রকালী

হুগলি-৭১২২৩২

দূরভাষ: ৯৯০৩২৪৬১২৭, ৭৯৮০৬৭০৫৬৪

ইমেল : boibhashik@gmail.com

মুদ্রক

শরৎ ইম্প্রেশন

১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ

হিরণ মিত্র

মূল্য

৪২৫ টাকা

বিপণি

স্টল ১৮, ব্লক-২, কলেজ স্কোয়ার, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা-১২

সন্দীপনীয় মোটিফ: একক প্রদর্শনী

অ দ্ব য় চৌ ধু রী
সন্দীপনের অপরাধসাহিত্য: উত্তরাধুনিক 'হাই লিটারেচার' ১০৭

সৌ মী চ্যা টা র্জি
ম্যাজিক, রিয়ালিটি ও সন্দীপন ১২১

শু ভ দী প দে ব না থ
সন্দীপন (ভাষা) পাঠশালা ১৩৪

অ ভি ষে ক স র কা র
আখ্যান মঞ্চে সন্দীপন অথবা অতিথির দেহভাষ্য ১৪৬

নী লা ঞ্জ ন চ ট্টো পা ধ্যা য়
'স্বর্গের নির্জন উপকূলে'-র মনোভূমিতে এক সন্দীপনীয় পাঠ ১৫৭

হি ন্দো ল পা লি ত, অ দ্ব য় চৌ ধু রী, অ র্ক চ ট্টো পা ধ্যা য়
সন্দীপনসাহিত্যে মৃত্যুযাপন ১৭১

দী পা য় ন দ ত্ত রা য়
'একাকী বৃক্ষের অবয়ব': সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের প্রকৃতিচেতনার অনন্যতা ১৮২

ইতিহাস ও প্রেক্ষিত: ডাবলবেডে একা

অ ভি ষে ক ঝা
সন্দীপন-সন্দীপনীয়-'সন্দীপন': সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের আখ্যান
শৈলীর আন্তর্পাঠ ১৯৭

অ নু প র্ণা মু খা র্জি
কলকাতার রাত ও সন্দীপনের শহর ২১৪

শু ভ শ্রী দা স
হাংরি আন্দোলন ও সন্দীপনের সাহিত্য ২২৩

দি ব্য কু সু ম রা য়
'পাশবিক' উত্তরণ এবং ক্ষয়িষ্ণু হর্ম্যের প্যারাডাইম ২৩৪

দে ব র্ষি ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়
সন্দীপন@ শহরের আগুন, মুখোশ ও পরচুলা: ২০২১-এ যেমনটা মনে হয় ২৪৪

শু ভ দী প দে ব না থ

সন্দীপন (ভাষা) পাঠশালা

এতটা বয়স হল তবু লোভ কুণ্ঠিত হল না।
লুণ্ঠিত বীর্যের ফেনা চেয়ে চেয়ে দেখি।
এত যে প্রলোভ তবু সাহস অর্জিত হল না।
স্খলিত স্পর্ধার আঠা টিপে টিপে দেখি।[১]

শৃঙ্খলিত করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা সেই কুণ্ঠিত মানুষের ভাষা কী হতে পারে? কী হতে পারে খুকু গদ্যের ন্যারেটিভে আচ্ছন্ন দুনিয়ায় কোনো এক দুর্মর ভাষাস্থপতির প্রকাশ যন্ত্রণা? জনপ্রিয় সাহিত্যের বাজার চলতি ভাষার ঢক্কানিনাদে যিনি প্রবল বীতশ্রদ্ধ, কীভাবে হতে পারে তাঁর আত্মপরিচয়ের জ্ঞাপন? ফিজিক্যাল রিয়েলিটি ছাড়া সম্পূর্ণ অজ্ঞ কোনো ভাষা গবেষকের অস্ত্রাগারে কী থাকতে পারে যার জোরে তিনি সারাজীবন একক প্রদর্শনী চালিয়ে যেতে সক্ষম? বাংলা ভাষা-সাহিত্যের দরবারে তাই সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সেই বিরল বুদ্ধিজীবী যিনি একলা ঘরে সঙ্গীহীন হয়ে ভাষা-রতির সম্মোহনেই দিন কাটিয়ে গেছেন। এখানেই তাঁর পরম সিদ্ধি আর এখানেই তাঁর চরম সীমাবদ্ধতা। ভাষা প্রসঙ্গেই তিনি সর্বাধিক নন্দিত তদুপরি নিন্দিত। আসলে সম্পূর্ণ 'এক চরিত্রহীন ভাষা সন্দীপনের; কিন্তু সেই জন্যই স্টাইল এবং অলঙ্করণের প্রতি তার আঘাত এত কার্যকরী। যতদূর সম্ভব কথ্যভাষার কাছাকাছি অথচ সাংবাদিকতার ব্যভিচার নয়।... অভিজ্ঞতার মতোই ভাষাও ছত্রাখান হয়ে কখনও কাব্যিক, কখনও গ্রাম্য, কখনো স্পষ্ট, কখনো সম্পূর্ণ অকেজো গোঙানি ইত্যাদি মিলিয়ে স্বাভাবিক, সৎ এবং জীবন্ত।'[২] বহু বছর আগে করা এই মন্তব্য আজও সমান প্রাসঙ্গিক। এই সমালোচনার সূত্রেই বেশ কিছু বিশেষণ উঠে এসেছে, আমাদের লক্ষ্য সেই বিশেষণের বিশ্লেষণ আর তার মাধ্যমে সন্দীপনীয় ভাষারীতি সম্পর্কে কিছুটা অবগত হওয়া।

উত্তর ঔপনিবেশিক বাংলায় দাঙ্গা-দেশভাগ-উদ্‌বাস্তু সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে, যার ফলে শহর কলকাতার নাগরিক জীবন একই সঙ্গে যূথবদ্ধতা আর নিঃসঙ্গতার শিকার হয়। এই সময়ে 'সমাজ-জীবনের অখণ্ডতা নাগরিক জীবনের মেট্রোপলিটন স্তরে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়, টুকরো টুকরো অনেক সমাজ গড়ে ওঠে, হয়ত অনেক কাছাকাছি, তবু মনে হয় যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো।'[৩] আর সেই বিচ্ছিন্নতার রোজনামচাই হয়ে উঠতে থাকে গত শতকের পাঁচের দশকের

শ্রীজাতা গুপ্ত প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রাণীবিদ্যায় স্নাতক, ইউরোপ থেকে ফরেস্ট্রি-তে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা শেষ করে ডক্টরেট করেন প্রাইম্যাটোলজি বিষয়ে। বর্তমানে তাঁর গবেষণার বিষয় মানুষের মন ও ভাষার বিবর্তন।

অদ্বয় চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। মূলত ছোটোগল্পকার, প্রাবন্ধিক এবং অনুবাদক। সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম বৈভাষিক প্রকাশিত *নবারুণ ভট্টাচার্য: মনন ও দর্শন*।

সৌমী চ্যাটার্জী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। বর্তমানে একটি সরকারি কলেজের অধ্যাপক।

শুভদীপ দেবনাথের পড়াশোনা স্কটিশ চার্চ কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পিএইচডি করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। গবেষণার বিষয় প্রতিষ্ঠান বিরোধী সাহিত্য। বর্তমানে অধ্যাপনা করছেন তেহট্ট সরকারি কলেজে। নেশা ফটোগ্রাফি।

অভিষেক সরকার পেশায় গবেষক। বিষয় ভাষাতত্ত্ব। প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায়। কলকাতায় প্রকাশিত দুটি উপন্যাস *দাস্তানগোই* এবং *মূক নায়ক*। বাংলাদেশে *নিষিদ্ধ* নামক একটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে।

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় পেশায় আইএএস (অবসরপ্রাপ্ত)। লেখক এবং প্রাবন্ধিক। সাহিত্যজীবন শুরু কবিতার মাধ্যমে, যদিও অধিকতর পরিচিত কথাসাহিত্যিক হিসাবে। লিখেছেন প্রায় ৩০টি উপন্যাস। অনুবাদ করেছেন মপাসাঁ, মার্কেস। সম্মানিত হয়েছেন শৈলজানন্দ স্মৃতি পুরস্কার, রবীন্দ্র (কানন) পুরস্কার এবং সাংস্কৃতিক খবর সাহিত্য পুরস্কারে।

হিন্দোল পালিত ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ইংরেজি সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক। পাশাপাশি, শ্রীলঙ্কান গৃহযুদ্ধ এবং সাহিত্যে তার প্রভাব নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ স্টেট ইউনিভার্সিটিতে গবেষণারত।

দীপায়ন দত্ত রায় শ্রীরামপুর গার্লস কলেজের ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাপানি সাহিত্যিক হারুকি মুরাকামির উপন্যাসে আইডেন্টিটি পলিটিক্স্ নিয়ে গবেষণা করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও জাপানের ওয়াসেডা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাপানি ভাষা ও সাহিত্যের প্রাথমিক পাঠ নিয়েছেন। বর্তমানে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটিতে কোরিয়ান ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা করছেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে নিয়মিত সাহিত্য বিষয়ক নিবন্ধ লেখেন।

অভিষেক ঝা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন লিখনকর্মী।